যুগান্তর

তারিখ ... 21 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ...

বাকৃবিতে তাণ্ডব

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থীগণ রবিবার রাত্রে ব্যাপক ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করিয়া ক্যাম্পাসে যে তাণ্ডব চালায় তাহা কোন যুক্তিতেই সমর্থন করা যায় না। ঐদিন ঢাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জরুরি বৈঠকে অনুষদের ইন্টার্নশিপের আর্থিক বরাদ্দ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা আশা করিতেছিল। এই আশায় তাহারা বিকাল হইতে পশুপালন অনুষদ ভবনে জড়ো হইয়াছিল। কিন্তু ঢাকা হইতে কোন সংবাদ না আসায় রাত্রি ১০টার দিকে তাহাদের 'ধৈর্যের বাঁধ' ভাঙ্গিয়া যায়! তাহারা অনুষদের ১১ জন সিনিয়র অধ্যাপকের কক্ষ ভাংচুর করে, আসবাবপত্রে অগ্নিসংযোগ করে এবং কলাপসিবল গেটে তালা লাগাইয়া একজন অধ্যাপককে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। যুগান্তরের খবর অনুযায়ী এই সময় ক্যাম্পাসে মোতায়েন বিপুলসংখ্যক পুলিশ ছিল 'একেবারে অসহায়'। ছাত্রদের তাণ্ডবের মুখে বিপুলসংখ্যক পুলিশ কেন 'একেবারে অসহায়' হইয়া পড়িল তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। অবশ্য ছাত্রছাত্রীদের অবিমৃশ্যকারিতার ফলে সৃষ্ট যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য পুলিশ হস্তক্ষেপ করিলে 'পুলিশি বাড়াবাড়ির' কঠোর সমালোচনা করিবার একটি রেওয়াজ আমাদের দেশে চালু আছে। ইহার কারণে নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে পুলিশ বিশেষ করিয়া ক্যাম্পাসের ভিতরে ছাত্রদের কোন ঝামেলায় জড়াইতে চাহে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু পুলিশি অসহায়ত্বের কারণ হইলেও হইতে পারে। তবে সমালোচনা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে থাকিয়া যথাযথ দায়িত্ব পালন পুলিশ বাহিনীর নিকট হইতে কাম্য। অবাঞ্ছিত ঘটনার সময় উপস্থিত পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকিলে কথা উঠিবেই। ছাত্রদের এই তাণ্ডব রাত্রি ১২টা পর্যন্ত বাধাহীনভাবে অব্যাহত ছিল। রাত্রি ১২টায় ঢাকার জরুরি বৈঠক হইতে ফিরিয়া অনুষদের ডিন আশ্বাস বাণী শুনাইলে তবেই ছাত্ররা ভাংচুরে ক্ষান্ত দেয়। এই ঘটনায় শিক্ষার্থীদের যে মানসিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা উদ্বেগজনক। ছাত্রছাত্রীদের সুনির্দিষ্ট দাবি-দাওয়া থাকিতেই পারে। সেই সকল দাবির ন্যায্যতা লইয়া আমরা প্রশ্ন তুলিতে চাই না। কিন্তু দাবি প্রত্যাখ্যাত হয় নাই, শুধু দাবি গৃহীত হইয়াছে মর্মে চূড়ান্ত খবর আসিতে বিলম্ব ঘটিতেছে- এই কারণে যদি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীরা উন্মত্ত তাণ্ডবে মাতিয়া উঠে তবে জাতি হিসেবে আমাদের আর দাঁড়াইবার জায়গা থাকে না। বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, বাংলার তারুণ্য যুক্তিহীন উগ্রতার ভারে বড় বেশি পীড়িত। এহেন পরিস্থিতির উদ্ভব একদিনে হয় নাই। 'প্রাজ্ঞ' সমাজপতিরা নিজেদের ক্ষমতার বলয় অক্ষুণ্ন রাখা ও সম্প্রসারিত করিবার স্বার্থে তরুণ সমাজকে এইরূপভাবে কাজে লাগাইয়াছেন যে, ইদানীং তারুণ্য আর ভায়োলেন্স প্রায় সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তরুণদের দেহমন হইতে এই রোগ তাড়াইতে হইলে সর্বাগ্রে তাহাদের মদদদাতাদের চিহ্নিত ও শায়েস্তা করিতে হইবে। অন্যথায় তরুণদের মনের মধ্যে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কার্য উদ্ধারের যে ধারণা গাঁথিয়া গিয়াছে তাহা হইতে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। আর এই অবস্থা চলিতে থাকিলে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত তাণ্ডব অপেক্ষা ভয়ংকর কিছু আমাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে হইতে পারে। অতএব সময় থাকিতে সতর্ক হইয়া সংশোধনের উপায় উদ্ভাবন জরুরি।